আইন ও বিচার মন্ত্রক

(বিধানিক বিভাগ)

নয়া দিল্লি, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ / অগ্রহায়ণ ১৪, ১৯৪১ (শকাব্দ)

নিম্নলিখিত সংসদীয় আইন ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯ এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে, এবং জনসাধারনের জ্ঞানের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে -

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সংরক্ষণ) এক্ট ২০১৯

২০১৯ এর ৪০ নম্বর এক্ট

[৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯]

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অধিকার এবং কল্যাণের সুরক্ষার জন্য একটি আইন -- কল্যাণ এবং তার সাথে সংযুক্ত এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সত্তরতম বছরে সংসদ দ্বারা এই আইন গৃহীত হলো:-

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১. (১) এই আইনকে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সংরক্ষণ) আইন, ২০১৯ নাম দেওয়া হল।

(২) এটি সমগ্র ভারত এ প্রযোজ্য।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, যে তারিখ ঠিক করবেন সেই তারিখে আইনটি কার্যকর হবে।

সংজ্ঞা

২. এই আইনে, কোনো জায়গায় প্রসঙ্গতভাবে অন্যরকম সংজ্ঞা প্রয়োজন না হলে -

(ক) "উপযুক্ত সরকার" মানে -

(i) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও প্রতিষ্ঠান যা তার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিংবা এমন সংস্থা যারা সম্পূর্ণ বা মুখ্য ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আর্থিক সাহায্য পায়;

(ii) কোনও রাজ্য সরকার বা কোনও প্রতিষ্ঠান যা তার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিংবা এমন সংস্থা যারা সম্পূর্ণ বা মুখ্য ভাবে রাজ্য সরকারের থেকে কিংবা তার অধীনে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিক সাহায্য পায়;

(খ) "সংস্থা" মানে —

(i) কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের আইন অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা আর্থিক সাহায্য পাওয়া যে কোনো কর্তৃপক্ষ, বা সংস্থা, বা কোম্পানিজ এক্ট ২০১৩, এর বিভাগ ২ এ বর্ণিত কোনো সরকারী সংস্থা, যার মধ্যে সরকারি বিভাগরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; অথবা

(ii) কোনও কোম্পানি বা কর্পোরেট বা এসোসিয়েশন বা ব্যক্তি সংস্থা বা ফার্ম বা সমবায় বা অন্যান্য সমিতি, এসোসিয়েশন, ট্রাস্ট, এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান;

(গ) "পরিবার" মানে রক্ত বা বিবাহ বা আইন অনুসারে গৃহীত দত্তক সূত্রে সম্পর্কিত একদল মানুষ;

(ঘ) "অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা" মানে হ'ল শিক্ষাব্যবস্থা যার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীরা বৈষম্য, অবহেলা, হয়রানি বা হুমকির ভয় ছাড়াই অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে শিক্ষা পেতে পারে এবং এই জাতীয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সেই শিক্ষাদান এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়;

(ঙ) "প্রতিষ্ঠান" মানে সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা, যে কোনো সংস্থা যার কাজ হলো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের গ্রহন করা, যত্ন, সুরক্ষা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা অন্য কোনও সেবা প্রদান করা;

(চ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" মানে কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা পঞ্চায়েত বা কোনও আইনের অধীনে গঠিত কোনও স্থানীয় সংস্থা যা তার অধীনস্থ অঞ্চলগুলির জন্য আপাতত পৌর পরিষেবা বা বেসিক সেবা প্রদানের জন্য গঠিত হয়েছে;

(ছ) "জাতীয় কাউন্সিল" মানে ধারা ১৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কাউন্সিল;

(জ) "বিজ্ঞপ্তি" মানে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত যে কোনো বিজ্ঞপ্তি;

(ঝ) "উভলিঙ্গতা বৈচিত্র যুক্ত ব্যক্তি" (ইন্টারসেক্স ব্যক্তি) মানে এমন ব্যক্তি যিনি জন্মের সময় তার প্রাথমিক যৌন বৈশিষ্ট্যগুলিতে, বাহ্যিক যৌনাঙ্গে, ক্রোমোসোম বা হরমোনগুলির মধ্যে পুরুষ বা মহিলা শরীরের আদর্শিক মানকের থেকে ভিন্ন;

(ট) "নির্ধারিত" মানে এই আইনের অধীন উপযুক্ত সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত; এবং

(ঠ) "ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি" মানে এমন ব্যক্তি যার লিঙ্গপরিচয় তার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে মেলে না এবং এতে ট্রান্স-ম্যান বা ট্রান্স-মহিলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (এই ব্যক্তি সেক্স রিএসাইনমেন্ট সার্জারি বা হরমোন থেরাপি বা লেজার থেরাপি বা এই জাতীয় অন্যান্য থেরাপি না করে থাকলেও), এবং উভলিঙ্গতা বৈচিত্র যুক্ত ব্যক্তি, জেন্ডারকুইয়ার ব্যক্তি, কিংবা হিজড়া, আরাবানি এবং যোগতার মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়যুক্ত ব্যক্তি।

অধ্যায় ২

বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধকরণ

৩. কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না নিম্নলিখিত কোনো ভিত্তিতে, যথা:

(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ ও তার সংযুক্ত বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি, বা পরিত্যাগ বা অন্যায় আচরণ;

(খ) কর্মসংস্থান বা পেশায় বা তার কোনো সম্পর্কিত ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ;

(গ) চাকরি বা পেশা থেকে অস্বীকৃতি বা বরখাস্ত করা;

(ঘ) স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা অস্বীকার বা বিরত বা সেখানে বৈষম্য করা;

(ঙ) কোনও পণ্য, আবাসন, পরিষেবা, সুবিধা, সুযোগ, বা সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় এমন কোনো সেবা বা জিনিস বা জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ প্রথাগতভাবে ব্যবহারের সেবা বা জিনিসে কোনো অ্যাক্সেস, বা সরবরাহ বা ভোগ বা ব্যবহার সম্পর্কিত অস্বীকৃতি বা বিরতি, বা অন্যায় আচরণ করা;

(চ) চলাচলের অধিকার সম্পর্কিত যে কোনো অস্বীকার বা পরিত্যাগ / বন্ধ করা, বা অন্যায় আচরণ;

(ছ) সম্পত্তি দখল, কেনা, ভাড়া, বা থাকার অধিকার সম্পর্কিত অস্বীকৃতি বা পরিত্যাগ / বন্ধ করা, বা অন্য কোন অন্যায় আচরণ;

(জ) সরকারী বা বেসরকারী পদের জন্য নিজের প্রার্থী পদের সুযোগ বা চাকরির ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি বা অস্বীকার, বা অন্যায় আচরণ; এবং

(ঝ) সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে -- যার তদারকি বা হেফাজতে একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি আছেন -- তার অ্যাক্সেস এর ক্ষেত্রে, এক্সেস না পাওয়া, বা সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া, বা অন্যায় আচরণ।

অধ্যায় ৩

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের পরিচয় স্বীকার

৪. (১) এই আইনের বিধান অনুসারে একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির পক্ষে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে স্বীকৃত কোনও ব্যক্তির স্ব-অনুভূত লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার থাকবে।

পরিচয়ের সার্টিফিকেট এর জন্য আবেদন

৫. একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে পরিচয়ের সার্টিফিকেট জারির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই রূপ ও পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন যথাবিহিত দলিল এর সাথে; যে ভাবে সরকারের তরফ থেকে নির্ধারিত করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় আবেদন এই সন্তানের বাবা-মা বা অভিভাবক দ্বারা করতে হবে।

পরিচয়ের সার্টিফিকেট জারি হওয়া

৬. (১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে ধারা ৫ এর অধীনে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট রূপে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যে ভাবে নির্ধারিত) ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়ের সার্টিফিকেট জারি করবেন;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট অনুসারে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির লিঙ্গ সমস্ত সরকারী নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট যে কোনও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করবে এবং তার পরিচয় স্বীকৃতির প্রমাণ হবে।

লিঙ্গ পরিবর্তন

৭. (১) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে সার্টিফিকেট জারির পরে, যদি কোনও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি পুরুষ বা মহিলা হিসাবে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য সার্জেরী করেন, তিনি এই তথ্য জানিয়ে সম্পর্কিত - যে চিকিৎসা কেন্দ্রে সেই সার্জেরী হয়েছে সেখানকার মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বা চিফ মেডিকেল অফিসার এর দেওয়া - সার্টিফিকেটের সাথে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করতে পারেন সংশোধিত সার্টিফিকেটের জন্য, নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতিতে।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বা চিফ মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট সহ সেই আবেদন পাওয়ার পর এবং সেটি সঠিক বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পর লিঙ্গ পরিবর্তনের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন, নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতি মেনে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

(৩) ধারা ৬ এর অধীনে পরিচয়ের সার্টিফিকেট বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে সংশোধিত সার্টিফিকেট পাওয়া ব্যক্তির বার্থ সার্টিফিকেট, এবং এই জাতীয় পরিচয় সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রে তার প্রথম নাম পরিবর্তনের অধিকার থাকবে:

শর্ত হলো যে লিঙ্গে এই জাতীয় পরিবর্তন এবং উপ-ধারা (২) এর অধীনে সংশোধিত সার্টিফিকেট পাওয়াতে এই আইনের অধীনে এই ব্যক্তির অধিকার এবং পাওনাতে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

অধ্যায় ৪

সরকার কর্তৃক ওয়েলফেয়ার পরিষেবা

উপযুক্ত সরকারের বাধ্যবাধকতা

৮. (১) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য উপযুক্ত সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(২) উপযুক্ত সরকার ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকারের সুবিধার জন্য যথাযথ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) উপযুক্ত সরকার কল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করবে যা ট্রান্সজেন্ডার সংবেদনশীল, সম্মান-হানিকর নয়, এবং বৈষম্য বিহীন।

(৪) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে উপযুক্ত সরকার ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের উদ্ধার, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ৫

সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতা

কর্মসংস্থান এ বৈষম্য না হওয়া

৯) নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় এবং এধরণের বিষয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির সাথে বৈষম্য করবে না।

প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা

১০. প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এই আইনের বিধানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করবে এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের নির্ধারিত সুবিধা প্রদান করবে।

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া

১১. প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কোনও একজন ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান লঙ্ঘন সম্পর্কিত অভিযোগ নিয়ে কাজ করার জন্য অভিযোগকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করবে।

আবাসনের অধিকার

১২. (১) কোন শিশুকে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার দরুন মা বাবা বা পরিবার থেকে সরানো হবে না - উপযুক্ত আদালতের আদেশ ছাড়া - সেই সন্তানের ভালোর জন্য।

(২) প্রত্যেক ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির থাকতে হবে -

(ক) পিতামাতা বা নিকটাত্মীয় পরিবারের সদস্যরা যে বাড়িতে বাস করেন সেখানে থাকার অধিকার;

(খ) পারিবারিক নিবাস / পরিবার বা তার কোনও অংশ থেকে বাদ না পড়ার অধিকার; এবং

(গ) বৈষম্য বিহীন ভাবে পরিবারের ও পারিবারিক নিবাস সুবিধা সুযোগ উপভোগ ও ব্যবহার করবার অধিকার।

(৩) যেখানে কোনও পিতা বা মাতা বা তার নিকটবর্তী পরিবারের সদস্য কোনওট্রান্সজেন্ডার মানুষের দেখাশোনা করতে অক্ষম, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালত আদেশের মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেবেন।

অধ্যায় ৬

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা

১৩. উপযুক্ত সরকার এর দ্বারা অর্থ সাহায্য পাওয়া বা স্বীকৃত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অন্যদের সাথে সমান ভাবে বৈষম্যহীন ভাবে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের খেলাধুলা, বিনোদন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা এবং সুযোগ এর ব্যবস্থা করবে।

ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং নিজস্ব কর্মসংস্থান

১৪. উপযুক্ত সরকার ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহের সুবিধার জন্য এবং সহায়তার জন্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করবে যেমন তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং স্ব-কর্মসংস্থান।

স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা

১৫. ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যথাযথ সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

(ক) জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে এই ব্যক্তিদের জন্য সিরো-নজরদারি পরিচালনার জন্য আলাদা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস সিরো-নজরদারি কেন্দ্র স্থাপন করা;

(খ) সেক্স রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি এবং হরমোন থেরাপি সহ চিকিত্সা যত্নের সুবিধার ব্যবস্থা;

(গ) কাউন্সেলিং - সেক্স রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি এবং হরমোনাল থেরাপির আগে এবং পরে;

(ঘ) ওয়ার্ল্ড প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশানের ট্রান্সজেন্ডার স্বাস্থ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী সেক্স রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি সম্পর্কিত একটি স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল প্রকাশ করা;

(ঙ) ডাক্তারদের জন্য বিশেষ ট্রান্সজেন্ডার স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি সমাধানের সুবিধার জন্য গবেষণা এবং মেডিকেল পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা;

(চ) হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রগুলিতে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকারের সুবিধা;

(ছ) সেক্স রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারি, হরমোনাল থেরাপি, লেজার থেরাপি বা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অন্য কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য একটি ব্যাপক বীমা স্কিম তৈরী করে খরচের ব্যবস্থার বিধান।

অধ্যায় ৭

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কাউন্সিল

১৬. (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এবং এর অধীনে কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করবে।

(২) জাতীয় কাউন্সিল এ থাকবেন —

(ক) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সভাপতি, এক্স অফিশিও;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সরকারের সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের, এক্স অফিসিও ভাইস-চেয়ারপারসন;

(গ) ভারত সরকারের সচিব, সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ইনচার্জ, এক্স অফিসিও সদস্য;

(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, গৃহ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের, গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের এবং আইন বিষয়ক বিভাগ, পেনশনস ও পেনশনার্স কল্যাণ বিভাগ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমিং ইন্ডিয়া আয়োগ এর প্রত্যেকের একজন করে প্রতিনিধি - অন্তত ভারত সরকারের যুগ্ম-সচিবদের পদমর্যাদা ধারী - এক্স অফিসিও সদস্য:

(ঙ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশন থেকে একজন করে প্রতিনিধি, অন্তত ভারত সরকারের যৌথ সচিবের পদমর্যাদা ধারী, এক্স অফিসিও সদস্য;

(চ) রোটেশন এ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে, একজন করে কেন্দ্রীয় সরকার, উপ-আধিকারিক সদস্যদের দ্বারা মনোনীত, এক্স অফিসিও সদস্য;

(ছ) রোটেশন এ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির থেকে ট্রান্সজেন্ডার প্রতিনিধি, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে, একজন করে কেন্দ্রীয় সরকার, উপ-আধিকারিক সদস্যদের দ্বারা মনোনীত, সদস্য;

(জ) পাঁচজন বিশেষজ্ঞ, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করা বেসরকারী সংস্থা বা সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার সদস্যদের দ্বারা মনোনীত; এবং

(ঝ) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের কল্যাণ নিয়ে কাজ করে এমন সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ভারত সরকারের যুগ্ম-সচিব, এক্স অফিসিও সদস্য সচিব,

(ঞ) জাতীয় কাউন্সিলের একজন সদস্য, এক্স অফিসিও সদস্য ছাড়া, তার মনোনয়নের তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

পরিষদের কাজকর্ম

১৭. জাতীয় কাউন্সিল নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন করবে, যেমন:

(ক) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বিষয়ে নীতি, কর্মসূচি, আইন প্রণয়ন ও প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া;

(খ) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সামাজিক সমতা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য নীতি ও কর্মসূচির প্রভাব নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;

(গ) সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির সকল বিভাগের তদারকি ও সমন্বয় সাধন করা যারা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে;

(ঘ) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অভিযোগের প্রতিকার; এবং

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ এবং দণ্ড

১৮. যে কেউ, -

(ক) কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শুরু করা ছাড়া যে কোনো বাধ্যতামূলক বা বন্ডেড শ্রম এ কাজ করতে বাধ্য করে বা প্ররোচিত করে;

(খ) কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে কোনও পাবলিক প্লেস যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করে বা এই জাতীয় ব্যক্তিকে এমন কোনও পাবলিক স্থান ব্যবহার বা প্রবেশাধিকার থেকে বাধা দেয় যেখানে অন্য সাধারণ মানুষের অ্যাক্সেস বা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে;

(গ) কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে পরিবার, গ্রাম বা অন্য বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে; এবং

(ঘ) ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির জীবন, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বা মানসিক বা শারীরিক সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্থ বা বিঘ্নিত করে বা বিপন্ন করে, শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক নির্যাতনের মতন কাজ করতে থাকে, সে অন্তত ছয় মাসের থেকে দু বছর কারাদন্ড এবং জরিমানা তে দণ্ডিত হতে পারে।

অধ্যায় ৯

বিবিধ

কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান

১৯. কেন্দ্রীয় সরকার, আইন অনুসারে -- সংসদ দ্বারা যথাযথভাবে বরাদ্দের পরে, সময়ে সময়ে, -- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় পরিষদে যথাযথ পরিমাণ অর্থ জমা দেবে।

এই আইন অন্য কোনও আইন অবমাননা করবে না

২০. এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য অন্য সাম্প্রতিক কোনও আইনকে অবজ্ঞা করবে না বরং তার পাশাপাশি পরিপূরক হয়ে চলবে।

সৎ বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের সুরক্ষা

২১. এই আইনের বিধান অনুসরণে সৎ বিশ্বাসের সাথে নেওয়া এই আইনের অধীনে যে কোনও বিষয়ে বা পদক্ষেপে যথাযথ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা, বা অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

উপযুক্ত সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২২. (১) উপযুক্ত সরকার, পূর্বে প্রকাশীত শর্ত সাপেক্ষে, প্রজ্ঞাপন দিয়ে, এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য বিধি তৈরি করতে পারে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সাধারণতার প্রতি কোনো ভেদভাব ছাড়াই, এই জাতীয় বিধিগুলি নিম্নলিখিত বা যে কোনও বিষয় সরবরাহ করতে পারে, যেমন -

(ক) ধারা ৫ এর অধীন আবেদন করা হবে এমন ফর্ম এবং পদ্ধতি;

(খ) পদ্ধতি, ফর্ম এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে পরিচয়ের সার্টিফিকেট জারি করার সময়কাল;

(গ) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় যে ফর্ম ও পদ্ধতিতে আবেদন করা হবে;

(ঘ) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে সংশোধিত সার্টিফিকেট প্রদানের ফর্ম, সময়কাল এবং পদ্ধতি;

(ঙ) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে দেওয়া হবে যে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা;

(চ) ধারা ১০ এর অধীনে সরবরাহ করা সুবিধা;

(ছ) ধারা ১৭ এর ধারা (ঙ) এর অধীনে জাতীয় কাউন্সিলের অন্যান্য কার্যাদি; এবং

(জ) অন্য কোন বিষয় যা প্রয়োজন যা পরে নির্ধারিত হতে পারে

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বিধি, তৈরী হবার পরে, তৎক্ষণাৎ সংসদের অধিবেশন চলাকালীন, মোট ত্রিশ দিনের মেয়াদের জন্যে পেশ হতে হবে। সেই তিরিশ দিন, এক অধিবেশন বা দুই বা ততোধিক ধারাবাহিক অধিবেশনগুলিতে ভাগ হতে পারে। এই সেশনগুলির সমাপ্তির ঠিক পরের সেশন এর সমাপ্তির আগে যদি উভয় হাউস নিয়মে কোনও পরিবর্তন আনতে সম্মত হয় বা উভয় সভায় ঠিক হয় যে বিধি তৈরি করা উচিত নয়, কিংবা সেটিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, তাহলে এই বিধিটি কেবলমাত্র সেইরকম ভাবে পরিবর্তিত আকারে কার্যকর হবে বা কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না - পরিস্থিতি অনুযায়ী; কিন্তু সেইরকম ক্ষেত্রে, এই জাতীয় কোনও পরিবর্তন বা বাতিলকরণ, এই নিয়মের অধীনে আগেই ঘটে যাওয়া কোনও কিছুর বৈধতা খণ্ডন করবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বিধি তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই, রাষ্ট্রীয় সংসদের সামনে পেশ করা হবে যেখানে সেটি দুটি হাউস নিয়ে গঠিত, বা যেখানে এই জাতীয় আইনসভার একটি হাউস আছে বিধি সেখানেই পেশ করতে হবে।

অসুবিধা অপসারণ করার ক্ষমতা

২৩. (১) এই আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করতে যদি কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশের মাধ্যমে এই আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে অসুবিধা অপসারণ হয়:

তবে শর্ত এই যে এই আইন শুরুর তারিখ থেকে ২ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এই জাতীয় আদেশ দেওয়া যাবে না।

(২) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ, তৈরি হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংসদের প্রতিটি সভায় পেশ করতে হবে।

Dr. G. Narayana Raju
Secretary to the Govt. of India

* * *